বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হিযবুল বাহার

মূল লেখক-أبو الحسن الشاذلي

-আবু- আল হাসান আলি ইবনে আবদ আল্লাহ ইবনে আবদ আল-জব্বার আল-হাসান্ ওয়াল-হুসেন আশ- শাজালী/শাদিলি) শেখ আল-শাদিলি নামে পরিচিত [৫৯৩ হি/ ১১৯৬ খ্রি--- ৬৫৬ হি /১২৫৮ খ্রি] একজন প্রভাবশালী মরোক্কান ইসলামিক পন্ডিত ছিলেন এবং সুফি আশ- শাজালী/শাদিলি সুফি তরিকা প্রতিষ্ঠাতা।

উপকারিতা:

শায়খ বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রসূল(সাঃ) ব্যতীত অন্য কারও কাছ থেকে [এটি] পাইনি, যিনি এটিকে সরাসরি আমার কাছে নির্দেশ করেছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, "এটি রক্ষা করো, কারণ এতে আল্লাহর সর্বোচ্চ নাম (ইসমে আজম) রয়েছে।" যেখানেই এটি আবৃত্তি করা হয়, সেখানেই সুরক্ষা রয়েছে। বাগদাদের লোকেরা যদি এটি জানত তবে হানাদাররা শহরটি ধ্বংস করতে পারতোনা।"

এটি "সুরক্ষা এবং প্রতিরোধের উপায়" হিসাবে পরিচিত। তিনি বলেছিলেন, "যদি এটি কোনও জায়গায় পড়া হয়ে থাকে তবে সেই জায়গাটি ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হবে, অনেক জ্বিনকে বিতাড়িত করা হবে, ভয়ঙ্করকে সুরক্ষিত করা হবে, অসুস্থরা নিরাময় হবে, এবং উদ্বিগ্ন মানুষকে শান্ত করা হবে।

যদি কেউ চান যে তার প্রার্থনা এবং তার ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনের প্রতি সাড়া দেওয়া হোক, তাহলে এটি আবৃত্তি করা উচিত। এই ওয়াজিফা/অজিফা (আধ্যাত্মিক ভক্তি অনুশীলন) আলোর (নূর) বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং গোপন রহস্য (আসরার) তার কাছে প্রকাশ করা হবে। এটি আপনাকে হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করতেও সহায়তা করবে: আকাঙ্ক্ষা (হাওয়া) এবং কল্পনাগুলির প্রলোভন এবং অসুবিধাগুলি (বিপদগুলি) সরিয়ে দেবে এবং পাঠককে পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় সাফল্যই দিবে।

**********_____**********

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হে আল্লাহ, হে পরমেশ্বর, মহান ও পরাক্রমশালী, হে সহনশীল, হে সর্বজ্ঞ ।

আপনিই আমার রব এবং আপনার জ্ঞান আমার আশা-প্রত্যাশা সন্তুষ্ট করে; সুতরাং তিনি অত্যন্ত পবিত্র, তিনিই আমার পালনকর্তা, তাঁর প্রতি আমার আশা আশীর্বাদপ্রাপ্ত ।

আপনি যাকে ইচ্ছা বিজয় ও সমর্থন দান করেন, আপনিই সর্বশক্তিমান এবং পরাক্রমশালী ।

আমরা আমাদের চলন (গতিময়তা) ও বিশ্রামে আপনার অভিভাবকত্ব এবং সুরক্ষা চাই, এবং আমাদের কথায় (যে কথা বলি) এবং আমাদের ইচ্ছা ও চিন্তায় ।

আমরা যে কোনও সন্দেহ ও কল্পনা বা অদৃশ্য বিষয়গুলি দেখে হৃদয়কে আবদ্ধ করে এমন মায়া থেকে রক্ষা পেতে চাই ।

“মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল।“(সূরা আল আহযাব, 33:11)

“এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়।“ (সূরা আল আহযাব, 33:12)

" সুতরাং আমাদের অবিচলতা জোরদার করুন, আমাদের বিজয় দিন এবং এই সমুদ্রকে (/ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু) আমাদের অধীন করুন,

যেমন, আপনি সমুদ্রকে মুসা (আলাইহিস সালাম) -এর অধীন করেছিলেন;

আগুনকে ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) -এর অধীন করেছিলেন;

পর্বত এবং লোহাকে দাউদ (আলাইহিস সালাম) -এর অধীন করেছিলেন;

বাতাস, শয়তান এবং জ্বিনদেরকে সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) -এর অধীন করেছিলেন।

–পৃথিবী এবং আকাশে আপনার প্রতিটি সমুদ্র, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক, এই জীবনের(পৃথিবীর) সমুদ্র এবং আগত জীবনের (আখিরাতের) সমুদ্র আমাদের অধীন করে দিন।

আমাদের প্রয়োজনগুলি পরিপূর্ণ করার জন্য সমস্ত বিষয়কে [এই জীবনে], আমাদের অধীন করে দিন।

আমাদের প্রভু হলেন তিনি, যার পবিত্র হাতে সমস্ত কিছুর ক্ষমতা।

কাফ হা ইয়া 'আইন সোয়াদ (সূরা মারইয়াম–১৯, আয়াত ১ - ৯)

কাফ হা ইয়া' আইন সোয়াদ

কাফ হা' ইয়া 'আইন সোয়াদ

[নোট: কাফ –কিফায়া-- পর্যাপ্ততা

হা' --- হিদায়া - নির্দেশনা, গাইডেন্স

ইয়া-- - উপশম, পরিত্রাণ, করুণা এবং সুরক্ষা

'আইন- ইনায়া - যত্ন নেয়া,

সোয়াদ --- সিদক- -অকৃত্রিমতা, সততা]

আমাদের বিজয় দান করুন, কারণ আপনিই সেরা সাহায্যকারী

আমাদের দৃষ্টি সাফ(পরিষ্কার) করুন, কারণ আপনি দৃষ্টি পরিষ্কার করার জন্য সবচেয়ে ভাল।

আমাদের ক্ষমা করুন, কারণ আপনি ক্ষমাশীলদের মধ্যে সেরা।

আমাদের প্রতি দয়া করুন, কারণ আপনি দয়াবানদের মধ্যে সেরা।

আমাদেরকে আমাদের জীবনোপকরণ (রিজিক) দিন, কারণ আপনিই সর্বোত্তম সরবরাহকারী।

আমাদেরকে হেদায়েত করুন এবং অন্যায়কারীদের থেকে আমাদের বাঁচান।

আমাদেরকে উত্তম বাতাস দিন, যেমন এটি হতে পারে আপনার জ্ঞানের কাছে – এবং এটি আপনার ঐশী রহমতের ভাণ্ডার থেকে আমাদের উপর ছেড়ে দিন

আমাদেরকে এই জীবনে এবং আগামী জীবনে (আখিরাতের) আমাদের বিশ্বাসে সুরক্ষা এবং মঙ্গল সহকারে সম্মানিত চালক হিসাবে বহন করুন, সত্যই, আপনি সকলের উপর ক্ষমতা রাখেন।

[সমস্ত অনুরোধের জবাব দিতে আপনিই সেরা, তাই ধন্য আমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী]

হে আল্লাহ, আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা (কাজ) আমাদের জন্য সহজ করে তুলুন, আমাদের হৃদয় এবং দেহের পক্ষে আমাদের পার্থিব জীবনে আমাদের সুরক্ষা এবং কল্যাণের জন্য সহজ করুন।

আমাদের ভ্রমণে আমাদের সঙ্গী হন, আমাদের পরিবারের উপর নজর রাখুন।

আমাদের পালনকর্তা, আমাদের শত্রুদের চেহারা মুছে ফেলুন

এবং তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই তাদের পরিবর্তন করুন, যাতে তারা আমাদের দিকে না যেতে পারে এবং না পৌঁছাতে পারে।

"আমি ইচ্ছা করলে তাদের দৃষ্টি শক্তি বিলুপ্ত করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথের দিকে দৌড়াতে চাইলে কেমন করে দেখতে পেত!" (ইয়া- সীন, সূরা ৩৬ - আয়াত ৬৬) (দুই বার)

১. "ইয়া-সীন।

২. প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম।

৩. নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রসূলগণের একজন।

৪. সরল পথে প্রতিষ্ঠিত।

৫. কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ,

৬. যাতে আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করেন, যাদের পূর্ব পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফেল।

৭. তাদের অধিকাংশের জন্যে শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

৮. আমি তাদের গর্দানে চিবুক পর্যন্ত বেড়ী পরিয়েছি। ফলে তাদের মস্তক উর্দ্ধমুখী হয়ে গেছে।

৯. আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।

(ইয়া- সীন, সূরা ৩৬- আয়াত ১ - ৯)

"সেই চেহারাগুলি বদলে ফেলা হোক (কলঙ্কিত হোক)" (তিন বার)

[নোট: শত্রু চেহারাগুলি একটি রোগ হতে পারে, এটি কোনও ব্যক্তি হতে পারে, এটি একটি পরিস্থিতি হতে পারে। এটি এমন কোনও কিছু হতে পারে যা আপনার দেহ বা মনকে শক্তিহীন করে তুলবে। এখানে এমন কিছু আপনার বলা উচিত।]

“মুখগুলি চিরন্তন জীবিতের সামনে বিনীত হবে। যে অন্যায়ের ভার বহন করবে সে হতাশ হবে।“

(সূরা ত্বা'হা, সূরা - ২০, আয়াত ১১১)

[-দামেস্কের খতিব হযরত হিশাম বিন আম্মার রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে, সূরা বাকারার ইসমে আজম ইসমে আজমের আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরসি, সূরা আলে ইমরানের প্রথম তিনটি আয়াত এবং সূরা সূরা ত্বা'হার (সূরা - ২০) ১১১ নম্বর আয়াত- তাফসির ইবনে কাসির]

“ত্বা–সীন;” (সূরা আন-নামল- পিপড়া, সূরা ২৭, আয়াত ১)

“ত্বা–সীন–মীম।“ (সূরা আল–কাসাস- কাহিনী,সূরা ২৮, আয়াত ১)

হা–মীম। (সূরা ৪০- সূরা ৪৬, আয়াত ১)

আইন, সীন ক্বা–ফ। (সূরা আশ্ শূরা, সূরা - ৪২, আয়াত ২)

[ত্বা -তাহারা -পবিত্রতা
সীন- সালামা -নিরাপত্তা

হা–হিমায়া - সুরক্ষা

আইন- ইনায়া - যত্ন

ক্বা–ফ- কাদরা- শক্তি]

“তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন।
উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না।“ (সূরা আর–রহমান, সূরা - ৫৫ আয়াত ১৯-২০)

“হা–মীম।“ (সাতবার)

“(সূরা ৪০- সূরা ৪৬, আয়াত ১)”

"অবশ্যই বিষয়টি শেষ হয়েছে, বিজয় এসেছে, আমাদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা হবে না।"

১. হা–মীম।

২. কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ।

৩. পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন।

(সূরা গাফির/ হা-মীম আল-মুমিন, সূরা ৪০, আয়াত ১- ৩)

[হাদিস – হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসি এবং সূরা হা-মীম আল-মুমিনের প্রথম অংশ পাঠ করে সে ঐ দিনের সর্ব প্রকারের অনিষ্ট হতে রক্ষা পায়- তাফসির ইবনে কাসির]

বিসমিল্লাহ- আমাদের প্রবেশের দরজা,

তাবারাকা- আমাদের সুরক্ষাকারী দেয়াল,

ইয়া সিন- আমাদের আশ্রয়ের ছাদ,

কাফ হা' ইয়া 'আইন সোয়াদ - আমাদের জন্য যথেষ্ট

হা মীম' আইন সিন কাফ - আমাদের সুরক্ষা।

"সুতরাং এখন তাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।" (তিন বার)

(সূরা আল বাক্বারাহ, আয়াত ১৩৭)

আল্লাহর অভিভাবকত্ব ও সুরক্ষার পর্দাটি আমাদের উপরে অবনমিত হয় এবং আল্লাহ আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন;

এবং আল্লাহর শক্তি দ্বারা আমরা পরাভূত হব না (কেউ আমাদের পরাস্ত করতে পারে না)

"আল্লাহ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।
বরং এটা মহান কোরআন।
লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ।"
(সূরা আল বুরুজ, সূরা ৮৫, আয়াত ২০–২২)

“অতএব আল্লাহ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু।“
(সূরা ইউসূফ, সূরা- ১২, আয়াত ৬৪)
“আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বস্তুত; তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের। (তিন বার)
সূরা আল আ’রাফ, সূরা- ৭- আয়াত ১৯৬)
“হাছবি আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম”- আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।“ (তিন বার) (সূরা আত তাওবাহ সূরা- ৯, আয়াত ১২৯)

[আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নের কালেমা সাতবার পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার সকল কাজ সমাধা করে দেন এবং তার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করেন কালিমাটি হচ্ছে:
“হাছবি আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম” (সূরা আত তাওবাহ সূরা- ৯, আয়াত ১২৯)]
'বিসমিল্লাহ ইল্লাযী লা ইয়াদুররু মা ইস্মিহি শাইয়ূন ফিল-আরদ ওয়া লা ফিস-সাম' য়া ওয়া হুয়াস আল-সামি ' উল-আলীম:
“আল্লাহর নামে এবং যার নামের সাথে পৃথিবীতে বা আকাশে কিছুই ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ আল্লাহ।“ (তিন বার)
[হাদিস-:
“কেউ নেই যে প্রতিদিন সকালে এবং প্রত্যেক রাতের সন্ধ্যায় তিনবার বলে 'বিসমিল্লাহ ইল্লাযী লা ইয়াদুররু মা ইস্মিহি শাইয়ূন ফিল-আরদ ওয়া লা ফিস-সাম' য়া ওয়া হুয়াস আল-সামি ' উল-আলীম (আল্লাহর নামে যার নামে পৃথিবীতে বা আকাশে কিছুই ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ,) তবে তাকে কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। "
আবু দাউদ (5088) থেকে বর্ণিত। আত-তিরমিযীও বর্ণনা করেছেন, যিনি এটিকে সহীহ হিসাবে বর্ণনা করেছেন]
ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি আল' আলিয়্যিল আজিম. (তিন বার)

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোনো ভরসা নেই বা কোনো ক্ষমতা বা শক্তি নেই অথবা আল্লাহ ব্যতীত অনিষ্ট দূর করার এবং কল্যাণ লাভের কোন শক্তি কারো নেই)।

[হাদিস: আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ আমি কি তোমাকে জান্নাতের ধন ভান্ডারসমূহ থেকে কোন একটি ভান্ডারের কথা জানিয়ে দেব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল। এরপর তিনি বললেনঃ

"লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ "]

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়েদেনা মুহাম্মদ, ওয়া আ'লা আলেহি ওয়া সা-বিহি ওয়া সাল্লাম"

"ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন "

**********____**********

"পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ"।

সম্পাদনা- শাহ মুহাম্মদ এনামুর রহিম লতিফী,

পি. এইচ. ডি., (ক্লেমসন বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা)

জুলাই ০৭, ২০২১; ২৩ আষাঢ়, ১৪২৮; ২৭ যিলকদ, ১৪৪২হি.